সিনিয়র সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

ডি.ও পত্র নং-৩১.০০.০০০০.০৩৫.২৭.০০১.১১- ৪৯৮

তারিখ ঃ ২৪.০৩.২০১৭ খ্রি.

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে ভূমির উন্নত ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জনগণকে ভূমি বিষয়ক সকল সেবা প্রদান করে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনই ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রধান মিশন। ভূমি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি এবং গতিশীলতা আনয়নের জন্য সরকার ২০১৬ সাল থেকে প্রতি বছর এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে "ভূমি সেবা সপ্তাহ" পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিগত ২০১৬ সালে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে "ভূমি সেবা সপ্তাহ" পালন করা হয়েছে। বিগত বছর "ভূমি সেবা সপ্তাহ" পালনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছেঃ

ক) ভূমি রেকর্ড হালকরণ, জমির রেকর্ড সঠিক ভাবে সংরক্ষণের ওপর ভূমি ব্যবস্থাপনার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। উত্তরাধিকার বা রেজিষ্ট্রি দলিল এবং অন্যান্য সূত্রে ভূমির মালিকানা পরিবর্তনের ফলে নামজারি-জমাভাগের মাধ্যমে রেকর্ড হালকরণ করতে হয়। নামজারি-জমাভাগের মাধ্যমে ভূমি রেকর্ড হালকরণের নিমিত্ত পরিপত্রের মাধ্যমে জারিকৃত ফরম মোতাবেক এ কার্যক্রম সঠিক ভাবে, নির্ধারিত সময়ে স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদনের জন্য জেলা প্রশাসনের সকল কর্মকর্তার ঐকান্তিক উদ্যোগ একান্ত আবশ্যক। এ সম্পর্কে জনগণকেও সচেতন করতে হবে।

খ) সাম্প্রতিক বিভিন্ন জেলার ভূমি উন্নয়ন করের প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে অনেক জেলা ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে শতভাগ ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের সার্বিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

গ) কৃষি জমি সুরক্ষা ও সুষম বন্টনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বিতরণের একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কৃষি খাসজমি বিতরণে উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি।

ঘ) ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নে বর্তমান সরকার বদ্ধ পরিকর। ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের জন্য সরকার ডিজিটাইজেশনের কাজ হাতে নিয়েছে। বর্তমানে অনেক জেলায় ডিজিটাল ভূমি জরিপের মাধ্যমে ও রেকর্ড-অব-রাইট বা খতিয়ান সংশোধন কার্যক্রম চলমান আছে। ভূমি জরিপের সময় জরিপ কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারীগণকে খাস ও অন্যান্য সরকারি জমির সঠিক তথ্য সরবরাহ করা একান্ত জরুরি। অনেক সময় ভূমি জরিপ কালে জনহয়রানির সংবাদ পাওয়া যায়। ভূমি জরিপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং জেলা প্রশাসনের অধীনস্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে নিয়মিত সভা করে জনহয়রানি লাঘবসহ সরকারি স্বার্থ রক্ষা করে ভূমির সঠিক রেকর্ড প্রণয়নের ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

ঙ) যে সকল সায়রাত মহাল আগামী ১লা বৈশাখ থেকে ইজারা প্রদান করা হবে, সে সকল সায়রাত মহালের ইজারার প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইজারার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ক্যালেন্ডার তৈরি করে অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক সায়রাত মহালসমূহ যথাসময়ে ইজারার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

চ) বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি ও স্থানীয় সংস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে ভূমি অধিগ্রহণ করতে হয়। কৃষি জমি অধিগ্রহণের ফলে দিন দিন ফসলী জমির পরিমাণ কমে আসছে। কোন প্রত্যাশী সংস্থার অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সময় কম লোক ক্ষতিগ্রস্ত করে ভূমির নূন্যতম চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ফসলি জমি কম নষ্ট করে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিবিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করা সমীচীন হবে। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিগণকে নির্ধারিত সময়ে দ্রুততার সাথে ক্ষতিপূরনের অর্থ প্রদান করতে হবে এবং এ বিষয়ে উদ্ভাবনমূলক পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

চলমান পাতা-২

সিনিয়র সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

তারিখ ঃ ....

ছ) ভূমি রেকর্ড হালকরণে গৃহীত সেটেলমেন্ট বিভাগের কার্যক্রমের দ্বারা জনগণ যাতে হয়রানির শিকার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ভূমি রেকর্ড হালকরণে গৃহীত কার্যক্রম ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করতে হবে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং অধিদপ্তরের অধীন মাঠ পর্যায়ের অফিস সমূহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

০২। ক) বিগত বছরের ন্যায় উপরিল্লিখিত "ক" হতে "ছ" পর্যন্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের নিমিত্ত ০১ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে আলোচনা সভা, লিফলেট বিতরন এবং র‍্যালির আয়োজনসহ অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করবেন (জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসন ও জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসসহ সকল সরকারী/বেসরকারী অফিস/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট জেলার জনপ্রতিনিধি/গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন। উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং সেটেলমেন্ট অফিসসহ সকল সরকারী/বেসরকারী অফিস/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ জনপ্রতিনিধি/গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন)।

খ) ০২-০৭ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ইউনিয়ন পর্যায়ে আলোচনা সভা এবং র‍্যালির আয়োজনসহ অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করবেন (যাতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারি কমিশনার (ভূমি) এবং রাজস্ব প্রশাসন ও সেটেলমেন্ট অফিসের সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীসহ জনপ্রতিনিধি/গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন)।

গ) ০১-০৭ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন গ্রাম পর্যায়ে ক্যাম্প স্থাপন করে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়, রেকর্ড হালকরণসহ ভূমি রাজস্বের অন্যান্য কাজ সম্পাদন করবেন।

ঘ) কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ঢাকায় "ভূমি সেবা সপ্তাহ" পালনের জন্য ০১ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা এবং জেলা প্রশাসক, ঢাকার ব্যবস্থাপনায় আলোচনা সভা ও র‍্যালির আয়োজনসহ অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করবেন (আলোচনা সভা এবং র‍্যালিতে মাননীয় ভূমি মন্ত্রী, মাননীয় ভূমি প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব মহোদয়গণ, বিভিন্ন সংস্থার চেয়ারম্যান/মহাপরিচালকবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন)।

০৩। এমতাবস্থায়, সরকারি আইন-কানুন ও নির্দেশনা অনুসরণ করে আপনার অধীন রাজস্ব প্রশাসনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সহায়তায় উপরোল্লিখিত রূপরেখা অনুযায়ী এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে "ভূমি সেবা সপ্তাহ" পালনের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আপনাকে সবিশেষ অনুরোধ করছি।

আপনার একান্ত,

(মেছবাহ উল আলম)

কমিশনার
.... (সকল)